251197 - শিশুর প্রতিপালন কখন শেষ হয়, শেষ হওয়ার পর সন্তানদের খরচ কে বহন করবে?

প্রশ্ন

কোন বয়স পর্যন্ত একজন শিশু বা শিশুরের প্রতিপালন প্রয়োজন হয়? মায়রে বিয়ে হওয়ার পরও কি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার মায়রে সাথে থাকতে পারবে? সন্তানদের প্রতিপালন শেষ হওয়ার পরও কি মায়রে উপর তাদের ব্যয়ভার বহন করা আবশ্যক? যমেন: তাদের জন্য বাড়ি কিনে দওেয়া ও তাদের জন্য ব্যয় করা? আর যদি মেয়ে হয়, তাহলে তার প্রতিপালন শেষ হওয়ার পর থকেে শুরু করে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত কে তার খরচ বহন করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

বিবাহ বন্ধন টকিে থাকলে সন্তান প্রতিপালন স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অধকিার। তালাক হয়ে গলেে সন্তান প্রতিপালনরে অধকিার মায়রে।

শারহুল খিরাশী বইয়রে (৪/২০৭) টীকায় মালকেী আলমে আল-আদাওয়ী বলনে: 'মায়রে যদি তালাক হয়ে যায় কংিবা তার স্বামী মারা যায়, তাহলে মা-ই তার প্রতিপালন করবে। আর যদি সে স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাহলে উভয়রে অধকিার।'[সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা (১৭/৩০১) বইয়ে বর্ণতি হয়ছে: "যদি বিবাহ বলবৎ থাকে তাহলে সন্তান প্রতিপালন বাবা-মা উভয়রে অধকিার। তারা পৃথক হয়ে গলেে সর্বসম্মতকি্রমে এটি সন্তানরে মায়রে অধকিার।"[সমাপ্ত]

দুই:

মা যদি অন্য কোথাও বিবাহ না করে তাহলে সাত বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানদের প্রতিপালনরে অধকিার মায়রে। কারণ আহমদ (৬৭০৭) ও আবু দাউদ (২২৭৬) বর্ণনা করনে: এক মহলিা বললনে: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পটে ছলি আমার এই ছলেরে অবস্থানস্থল, আমার স্তনদ্বয় ছলি তার জন্য মশক, আমার কোলেই ছলি তার আশ্রয়স্থল। তার বাবা আমাকে তালাক দয়িছে এবং আমার কাছ থকেে তাকে ছনিয়িে নয়োর ইচ্ছা করছ।ে" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ নারীকে বললনে: "তুমইি এ সন্তানরে (পালনরে) অধকি হকদার; যতক্ষণ না তুমি অন্য স্বামী গ্রহণ করব।ে"[শাইখ আলবানী

তার সহীহু আবি দাউদে হাদীসটকিে হাসান বলছেনে]

মা যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহলে পরবর্তী অভভিাবকরে কাছে প্রতপিালনরে অধকিার চলে যাবে। এ নয়িে ফকীহদরে মাঝে মতভদে রয়ছে:

কউে কউে মনে করনে: এটি মায়রে মায়রে (নানীর) কাছে চলে যাব। এটি চার মাযহাবরে অধকিাংশ আলমেরে মত।

কউে কউে মনে করনে: এটি বাবার কাছে চলে যাব। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা ও ইবনুল কাইয়্যমিরে মত।[দখেুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা (১৭/৩০২), আশ-শারহুল মুমতি (১৩/৫৩৫)]

আমরা যদি বলি সন্তান প্রতপিালনরে অধকিার শশিুর বাবার কাছে চলে যাবে তাহলে যদি সন্তানরে পতিা অন্য পুরুষরে সাথে ববিাহতি মায়রে সাথে সন্তানকে থাকার অনুমতি দয়ে, শশিুর মা তার দায়ত্বি পালন করতে সক্ষম হয় এবং দ্বতিীয় স্বামীও এতে রাজী থাক: তাহলে এতে কোনো সমস্যা নইে।

অনুরূপভাবে মায়রে মা (শশিুর নানী) অন্যত্র ববিাহতি ময়েরে জন্য নজিরে অভভিাবকত্বরে অধকিার ছড়েে দতিে পারনে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: ‘প্রতপিালন করা অভভিাবকরে অধকিার; তার দায়ত্বি নয়। সুতরাং সে যদি তার নীচরে স্তররে অভভিাবকরে জন্য এই অধকিার ছড়েে দয়ে তাহলে সটেি করা জায়যে।’[আশ-শারহুল মুমতি (১৩/৫৩৬) থকেে সমাপ্ত]

তনি:

মহলিা যদি বয়িে না করে এবং সন্তানরে বয়স সাত বছরে পৌঁছ:

১- তাহলে সে ছলেে হলে তাকে বাবা ও মায়রে মাঝে বাছাই করার সুযোগ প্রদান করা হব। সে যাকে বাছাই করবে তার কাছে থাকব। এর প্রমাণ হলো: নাসাঈ (৩৪৯৬) ও আবু দাউদ (২২৭৭) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা বলনে: এক মহলিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে আসল। তখন আমি তাঁর কাছে বসছেলিাম। মহলিা বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার ছলেকেে নয়িে যতেে চান। এই ছলেে আবু ইনাবার কুয়া থকেে আমাকে পানি এনে পান করাচ্ছে ও আমার উপকার করছ।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তোমরা এই ছলেরে ব্যাপারে লটারি কর। তখন স্বামী বলল: আমার ছলেরে ব্যাপারে আমার চয়েে বশেি অধকিারী ক? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: ইনি তোমার বাবা, আর ইনি তোমার মা। তুমি তাদরে দুইজনরে যে কোন একজনরে হাত ধরো। ছলেটেি তার মায়রে হাত ধরলো। অবশষেে তার মা তাকে নয়িে চলে গলে।[হাদীসটকিে শাইখ আলবানী সহীহু আবি দাউদে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

হাম্বলী ও শাফয়েী মাযহাবরে আলমেগণ এই মত পোষণ করনে।

২- আর যদি মেয়ে হয় তাহলে শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহুর মতে তাকেও বাছাই করার সুযোগ প্রদান করা হবে।

আর আবু হানীফা বলেন: মেয়ের বয়ি হওয়া অথবা ঋতুস্রাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মা তার হকদার। মালেক বলেন: বয়ি করে স্বামী তাকে নয়ি নর্িজনবাস করার আগ পর্যন্ত তার অধকিার মায়রে। আহমদ বলেন: বাবা তার হকদার। কারণ বাবা তাকে রক্ষণাবক্ষেণরে অধকি সক্ষমতা রাখেন।[দখেুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা: (১৭/৩১৪-৩১৭)]

চার:

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও বুঝ-বচিার সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রতপিালন সমাপ্ত হবে। তখন সে বাবা-মায়রে মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে বাছাই করে নবি। সে ছলেে হলে তাদরে থকেে আলাদাও হয়ে যতেে পারব।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "কবেলমাত্র শশিু ও নর্িবোধরে জন্যই প্রতপিালন সাব্যস্ত হবে। প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধমিান ব্যক্তরি জন্য প্রতপিালন নইে। সে তার বাবা-মায়রে মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারব। সে যদি পুরুষ হয় তাহলে তাদরে উপর নর্িভরশীলতায় না থকেে একা থাকতে পারব। তবে মুস্তাহাব হলো, তাদরে থকেে আলাদা না হওয়া এবং তাদরে প্রতি সদাচরণ বন্ধ না করা।

আর যদি মেয়ে হয় তাহলে সে পৃথক হতে পারবে না। তার বাবা তাকে এমনটি করতে বাধা দয়োর অধকিার রাখেন। কারণ মেয়রে কাছে যে কউে প্রবশে করে তাকে নষ্ট করতে পারে এবং সে নজিরে জন্য ও তার পরবিাররে জন্য কলঙ্ক বয়ে আনতে পার। আর যদি তার বাবা না থাক, তাহলে তার অভভিাবক ও পরবিার চাইলে তাকে বাধা দয়োর অধকিার রাখেন।"[সমাপ্ত][আল-মুগনী (৮/১৯১)]

পাঁচ:

প্রতপিালনকালীন সময়ে সন্তানদরে খরচ বহন করা তাদরে বাবার উপর আবশ্যক। তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও বুদ্ধি-বচিার সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রতপিালন সমাপ্ত হলে তখন তাদরে খরচ বহন করা ওয়াজবি হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদরে মাঝে মতভদে আছ।

প্রাপ্তবয়স্ক ছলেে যদি দরদ্রি হয় তাহলে ধনী বাবার উপর তার খরচ বহন করা ওয়াজবি। যদি সে না পারে তাহলে তার ধনী মাকে খরচ বহন করতে হবে। এটি হাম্বলীদরে মত, ছলেে সুস্থ হোক কংিবা অক্ষম হোক।

আর শাফেয়ীদরে মতে ছলেে অসুস্থতা অথবা দুরারোগ্য ব্যাধরি কারণে অক্ষম হলে তার খরচ বহন করা ওয়াজবি।

আল-ইনসাফ (৯/২৪৯) বইয়ে আছ: 'তার সন্তানরো যত নচিে পর্যন্ত হোক না কনে: এর অন্তর্ভুক্ত হবে সুস্থ সবল বড় ছলেরো, যদি তারা দরদ্রি হয়। এটি সঠকি মত। আর এটি (হাম্বলী) মাযহাবরে একক মত।'[সমাপ্ত]

ইবনু কুদামা বলনে: ‘শাফয়েী বলনে: সন্তানরে মাঝে ঘাটতি থাকতে হবে, হতে পারে সটেি হুকুমরে দকি থকেে কংিবা শারীরকি গঠনে। আবু হানীফা বলনে: বালগে না হওয়া পর্যন্ত সন্তানরে জন্য ব্যয় করতে হবে। সুস্থ অবস্থায় সে যদি বালগে হয়ে যায়, তাহলে তার ব্যয় বহনরে দায়ত্বি শষে হয়ে যাবে। আর ময়েে সন্তানকে বয়িে না দওেয়া পর্যন্ত তার খরচ বহনরে দায়ত্বি বাতলি হবে না।

মালকেও অনুরূপ বলনে। তবে তনিি বলনে: বয়িে করে স্বামীর সাথে নর্িজনবাস করার আগ পর্যন্ত ময়েরে খরচ বহন করতে হবে। তারপর তাদরে খরচ বহন করা হবে না; যদওি তাদরে তালাক হয়ে যায়। আর যদি নর্িজনবাসরে আগে তালাক হয়ে যায় তাহলে তাদরে খরচ বহন করতে হবে।

আমাদরে প্রমাণ হলো: হন্িদকে উদ্দশ্যে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বক্তব্য: ‘তুমি নজিরে জন্য ও তোমার সন্তানরে জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে নাও।’ এখানে তনিি সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে আলাদা করনেনি। আর যহেতেু সে দরদ্রি ছলে, সহেতেু সে ধনী পতিার খরচ পাওয়ার অধকিার রাখে। ঠকি যমেনভিাবে দুরারোগ্য ব্যাধতিে আক্রান্ত হলে কংিবা অন্ধ হলে সে খরচ পাওয়ার অধকিার রাখে।’[সমাপ্ত][আল-মুগনী (৯/২৫৮)]

এর থকেে বোঝা গলে য, প্রতপিালন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর বাবা যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ মাকে তার সন্তানদরে জন্য খরচ করতে হবে না। বাড়ি কনো হোক কংিবা অন্য কছিুর মাধ্যমে হোক। আর ময়েরে ববিাহরে পূর্ব পর্যন্ত খরচরে দায়ত্বি তার বাবার।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।